পলিসি ব্রিফ
#১৪২/২০২৪
মার্চ ২০২৪

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে বিদেশিদের কর্মসংস্থান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

শ্রম অভিবাসীর যোগানদাতা হিসেবে পরিচিত হলেও বাংলাদেশেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশি নাগরিক কাজ করেন এবং এর ফলে বাংলাদেশ থেকেও বড় অঙ্কের রেমিটেন্স তারা বাইরে পাঠান। প্রায় চার দশক আগে বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্পের বিকাশের সময় থেকেই বিদেশি কর্মীর প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে বেড়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বিদেশি কর্মীদের কর্মসংস্থানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে একটি গবেষণা প্রকাশ করে ২০২০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি, যেখানে বিদেশিদের কর্মসংস্থানের আইনি-কাঠামো পর্যালোচনা, বিদেশিদের কর্মসংস্থানের কারণ, ধরন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং বিদেশিদের নিয়োগ-প্রক্রিয়া ও বেতন-ভাতাসম্পর্কিত অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[১] এই গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে একগুচ্ছ সুপারিশ প্রস্তাব করা হয় এবং পলিসি ব্রিফ আকারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সকল অংশীজনের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়। এই হালনাগাদ পলিসি ব্রিফ বাংলাদেশে বিদেশিদের কর্মসংস্থানের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় কী, তা চিহ্নিত করে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ অধিক কার্যকরতার সঙ্গে বাস্তবায়নে সহায়তার উদ্দেশ্যে গবেষণালব্ধ তথ্যের আলোকে প্রণীত।

গবেষণায় দেখা যায় সুনির্দিষ্ট কিছু ভিসা ছাড়া অন্য ভিসায় কাজ করার নিয়ম না থাকা সত্ত্বেও "পর্যটক ভিসা", "ভিসা অন অ্যারাইভাল" ও "বিজনেস ভিসা" নিয়ে বিদেশিরা এদেশে বিভিন্ন খাতে যথাযথ কর্মানুমতি ছাড়াই স্থানীয় নিয়োগদাতাদের যোগসাজশে অবৈধভাবে কাজ করছে। অধিকাংশ বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশে আগমন, অবস্থান ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে না। ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তারা নিজদেশে বা পার্শ্ববর্তী কোনো দেশে চলে যায় এবং পুনরায় একই ধরনের ভিসার জন্য আবেদন করে।

বাংলাদেশে বৈধপ্রক্রিয়ায় বিদেশি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। নিয়মবহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে ভিসার সুপারিশপত্র এবং কর্মানুমতি সংগ্রহ করা হয়। নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে বিদেশে বাংলাদেশি মিশন হতে ট্যুরিস্ট ভিসা ইস্যুএবং ভিসার সুপারিশপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছাড়াই অবৈধভাবে এমপ্লয়মেন্ট/বিজনেস ভিসা ইস্যু করার অভিযোগ রয়েছে। বিদেশি কর্মীর নিয়োগপ্রক্রিয়ায় অন্যান্য অনিয়মের মধ্যে কর ফাঁকি, বিদেশি কর্মী নিয়োগের পূর্ব শর্তসমূহ উপেক্ষা করা, উপযুক্ত ভিসা ও কর্মানুমতি ছাড়াই নিয়োগ অন্যতম। বিদেশি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে দেশি ও-বিদেশি কর্মীর অনুপাত মানা হয় না। সাধারণত আয়কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে বৈধ বিদেশি কর্মীর বেতন প্রাতিষ্ঠানিক নথিপত্রে কম প্রদর্শিত হয়। এক্ষেত্রে প্রকৃত বেতনের এক-তৃতীয়াংশ বৈধভাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয় এবং বেতনের বাকি অংশ অবৈধভাবে নগদ দেওয়া হয়ে থাকে।

বিদেশি কর্মী নিয়োগের ফলে স্থানীয় প্রার্থীরা চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় এবং নির্দিষ্ট পদে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। অনেকক্ষেত্রেই বিদেশি কর্মী নিয়োগের কারণে বেতন-ভাতা বাবদ রাষ্ট্রের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হয়। অধিকাংশ বিদেশি নাগরিক আইন অমান্য করে হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচার করছে। বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশি কর্মীর সংখ্যা, দেশ থেকে অবৈধভাবে পাঠানো রেমিটেন্স ও রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ উদ্বেগজনক। বিদেশি কর্মীর প্রকৃত সংখ্যা ও অবৈধভাবে পাচারকৃত রেমিটেন্সের পরিমাণ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য নেই। টিআইবির প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০২০ সালে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি কর্মীর ন্যূনতম সংখ্যা ছিল প্রায় ২.৫ লাখ, অবৈধভাবে প্রেরিত ন্যূনতম বার্ষিক রেমিটেন্সের পরিমাণ প্রায় ৩.১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ২৬.৪ হাজার কোটি টাকা এবং ন্যূনতম বার্ষিক রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা (১ মার্কিন ডলার = ৮৫ টাকা ধরে)।

বাংলাদেশে বিদেশি কর্মী নিয়োগে এখনো কোনো সমন্বিত ও কার্যকর কৌশলগত নীতিমালা নেই। বাংলাদেশে বিদেশি কর্মী নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষও নেই, ফলে বিদেশি কর্মী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বিদেশি কর্মীর বৈধতা পরীক্ষণ ও নজরদারিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর তৎপরতা অনুপস্থিত। বিদেশি কর্মীর আগমন, প্রত্যাগমন ও নিয়োগ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে আংশিকভাবে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ লক্ষণীয় এবং বিভিন্ন স্তরে নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

অনুমতি ছাড়া কাজ করা বিদেশিদের ক্ষেত্রে সম্প্রতি কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেগুলো বাস্তবায়িত হলে বিদেশি কর্মীদের নজরদারির আওতায় আনা যাবে বলে আশা করা যায়। এসব সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর, বিডা, বেপজা, বেজা, হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, এনজিওবিষয়ক ব্যুরো, এনএসআই, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং পুলিশের এসবির প্রবেশগম্যতা থাকে, এমন একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা; বাংলাদেশি মিশনগুলোর ভিসা দেওয়ার

[১] গবেষণা প্রতিবেদন ও অন্যান্য ডকুমেন্টের জন্য দেখুন https://ti-bangladesh.org/articles/research/6001

প্রক্রিয়া অনলাইন ও স্বয়ংক্রিয় করা; বিদেশিরা যে শ্রেণির ভিসায় আসবেন, সেই শ্রেণি ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণির ভিসা থাকলে, মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসা থাকলে এবং কাজ করার অনুমতি না থাকলে যে সব বাড়ি বা হোটেলে তারা অবস্থান করবেন, সেই সব হোটেল ও বাড়ির মালিকদেরও জরিমানা করা; অবৈধ বিদেশি নাগরিকদের জরিমানা দৈনিক ভিত্তিতে অর্থাৎ যত দিন বেশি থাকবেন, ততো দিনের জরিমানা আরোপ করা ও বৃদ্ধিশীল (প্রগ্রেসিভ) কর আরোপ করা; অবৈধ নাগরিকদের কাজে নেওয়া প্রতিষ্ঠানের ওপর জরিমানা আরোপ করা; এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ যাদের কালোতালিকাভুক্ত করেছে তাদের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।[২] এ ছাড়া পর্যটন ভিসা বা ব্যবসা ভিসা নিয়ে যারা বাংলাদেশে এসে কর্মভিসা-প্রক্রিয়া করে, তাদের ক্ষেত্রে তিনমাস থেকে কমিয়ে একমাস করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[৩]

সুপারিশ

বাংলাদেশে বিদেশিদের কর্মসংস্থানে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ এবং এই খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের পাশাপাশি টিআইবির গবেষণার আলোকে নিচের সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করা হলো–

১. বাংলাদেশে বিদেশি কর্মীর নিয়োগে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ ও বিদেশি কর্মী নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান ও খাতের প্রতিনিধিসহ অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবায়নযোগ্য একটি সমন্বিত কৌশলগত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

২. বিদেশি কর্মীদের ভিসা সুপারিশপত্র, নিরাপত্তা ছাড়পত্র, কর্মানুমতি এবং ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিসংক্রান্ত সেবা প্রদানে "ওয়ান স্টপ সার্ভিস" প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. বিদেশি কর্মীদের ন্যূনতম বেতন সীমা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৪. বাংলাদেশি মিশনগুলোতে ভিসা প্রদানে অনিয়ম বন্ধ করতে হবে। ভিসা প্রদানপ্রক্রিয়া নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

৫. বিদেশি কর্মীদের তথ্যানুসন্ধানে বিভিন্ন অফিস/কারখানায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিডা ও পুলিশের বিশেষ শাখার সমন্বয়ে যৌথ টাস্কফোর্স কর্তৃক নিয়মিত তদারকি পরিচালনা করতে হবে।

৬. বিদেশি কর্মীর ওপর অব্যাহত নির্ভরশীলতার যৌক্তিকতা ও খাতভিত্তিক বিদেশিকর্মীর বাস্তবসম্মত চাহিদা নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে নিরূপণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিদেশিকর্মী নিয়োগের পূর্বশর্তসমূহ যথাযথভাবে সময়োপযোগী করে পুনর্নির্ধারণ সাপেক্ষে কঠোরভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতগুলোতে দেশীয়/স্থানীয় মানবসম্পদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার উন্নয়নে নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে হবে।

[২] প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের বক্তব্য অনুযায়ী। সূত্র: প্রথম আলো, 'বাংলাদেশে এক লাখের বেশি বিদেশি, ভিসা কঠিন করার উদ্যোগ', ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/business/economics/uvgeauh0b6

[৩] Daily Star, 'Govt to fine foreigners overstaying visas, working without permit', 7 February, 2024; https://www.thedailystar.net/business/news/govt-fine-foreigners-overstaying-visas-working-without-permit-3538716

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ । ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh